যুগান্তর

MAR. 03 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১

পিএসসির সুপারিশ

সরকারি কর্মকমিশন (পিএসসি) রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরীর নিকট ২০০১ সালের বার্ষিক রিপোর্ট পেশকালে সরকারি চাকুরিতে নিয়োগ ও বিসিএস পরীক্ষার কার্যক্রম পুনরায় চালু করিবার সুপারিশ করিয়াছে। তাহারা আশা প্রকাশ করিয়াছে, সরকার সত্বর বিসিএস পরীক্ষার উপর আরোপ করা স্থগিতাদেশ তুলিয়া নিয়া পরীক্ষার কার্যক্রম শুরু করিবার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে। সরকারি স্থগিতাদেশের কারণে চারটি বিসিএস পরীক্ষা লইয়া নানাবিধ জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে। এই স্থগিতাদেশের কারণে কার্যত গত চার মাস যাবৎ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান পিএসসির কার্যক্রমে স্থবিরতা বিরাজ করিতেছে। এক মাস যাবৎ পিএসসির চেয়ারম্যানের পদও শূন্য রহিয়াছে। রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত রিপোর্টে পিএসসি বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে প্রথম শ্রেণীর সরকারি চাকুরিতে যোগদানকারী কর্মকর্তাদের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ও বিস্তৃত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিবার সুপারিশ করিয়াছে।

প্রশাসনে প্রকৃত মেধাবী, যোগ্য ও দক্ষ লোক নিয়োগের প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতির নিকট পিএসসির পেশকৃত সুপারিশ খুবই যুক্তিগ্রাহ্য ও সময়োপযোগী। পিএসসির কাজও হইতেছে মেধা যাচাইয়ের মাধ্যমে উপযুক্ত প্রার্থীদের সরকারি কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ করা। পিএসসি একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, এই দেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যক্রম লইয়াও নানাবিধ বিতর্ক রহিয়াছে। পিএসসিও ইহার বাহিরে যাইতে পারে নাই। অথচ একটি দেশের নির্বাচন কমিশন, বিচার বিভাগ এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নিরপেক্ষতা হইতে হয় প্রশ্নাতীত। যদি দুর্নীতি, অনিয়ম আর দলীয়করণের দানব এই সকল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের কাঁধে চাপিয়া বসে তাহা হইলে সেই দেশের আর কী থাকে? ২০তম বিসিএস পরীক্ষায় পিএসসিও দলীয়করণের শিকার এই ধরনের অজস্র অভিযোগ আমরা পত্রিকান্তরে দেখিয়াছি। ইহার ফলে সাধারণ নির্দলীয় যোগ্য প্রার্থীদের অনেকেই নিয়োগপ্রাপ্তি হইতে বাদ পড়েন। এমনিতেই বিসিএস পরীক্ষায় বিভিন্ন কোটার জটিল জাল ভেদ করিয়া প্রকৃত মেধাবী ও যোগ্যরা খুব কমই প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা পদে নিয়োগ লাভ করিয়া থাকেন। কোটার বৈতরণী পার হওয়ার পরই প্রকৃত মেধাবীদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাও যদি দুর্নীতি, দলীয়করণের কালো হাত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাহা হইলে প্রকৃত মেধাবীরা যাইবে কোথায়? বিসিএস পরীক্ষায় কোটাভিত্তিক ও ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের নিয়োগপ্রাপ্তির আধিক্য প্রশাসনের জন্য খুবই নেতিবাচক। উহাদের অনেকেরই মেধা ও যোগ্যতা প্রশ্নসাপেক্ষ। প্রশাসনের দক্ষতা ও যোগ্যতা নির্ভর করে কর্মকর্তাদের মেধা, শিক্ষা ও প্রজ্ঞার উপরে। একটি দক্ষ ও যোগ্য প্রশাসনের জন্য পিছনের দরজা যতক্ষণ বন্ধ রাখা যায় ততই মঙ্গল। দলীয় স্বার্থে পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে যদি কোন ক্ষমতাসীন সরকার ব্যবহার করে তবে উহা পক্ষান্তরে দেশ ও জাতির জন্য মহাবিপর্যয়ের কারণ হইবে। নানাবিধ জটিলতা ও অনিয়মের কারণেই বিসিএস পরীক্ষা পরিচালনায় পিএসসির কর্মকাণ্ডের উপর সরকারি স্থগিতাদেশ ঝুলিতেছে। কিন্তু কর্মকাণ্ড বন্ধ করিয়া দিলেই যে পিএসসির জটিলতা দূর হইবে এমন নয়। বরং ইহা একটি অবাস্তব পদক্ষেপ। কারণ প্রশাসনকে দক্ষ ও সচল রাখিতে নূতন নিয়োগের ধারাবাহিকতা বজায় রাখিতে হইবে। বিগত চারটি বিসিএস লইয়া যে জটিলতা ও সংশয়ের সৃষ্টি হইয়াছে উহাও যথাসম্ভব দ্রুত নিরসন করা দরকার। নচেৎ প্রকৃত মেধাবী ও সৎ শিক্ষার্থীদের মধ্যে হতাশা বাড়িবে। বিসিএস পরীক্ষার্থীদের পেশাগত দক্ষতার পাশাপাশি বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষ হইবার বিষয়ে রাষ্ট্রপতির পরামর্শের সঙ্গে আমরাও একমত। সর্বোপরি পিএসসিকে ভবিষ্যৎ বিসিএস পরীক্ষা পরিচালনা, ফল প্রকাশ এবং নিয়োগ প্রদানে অত্যন্ত সৎ, আন্তরিক ও নিরপেক্ষ হইতে হইবে। পিএসসির চেয়ারম্যান ও সদস্যরা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হইলেও সাংবিধানিকভাবে তাহারা স্বাধীন। কাজেই যোগ্য ও দক্ষ প্রশাসন নির্মাণে সততা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করিতে তাহাদের বাধা থাকিবার কথা নয়।